মুদ্রারাক্ষস নাটকের অঙ্কগুলির সারসংক্ষেপ

প্রথম অঙ্ক

নান্দীপাঠ ও প্রস্তাবনার পর বন্ধনমুক্ত শিখার কেশগুচ্ছে অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে করতে প্রবেশ করলেন কুপিত চাণক্য। তাঁর স্বগতোক্তি থেকেই জানা গেল যে, তিনি নন্দবংশের উচ্ছেদ করেই ক্ষান্ত হননি, বৃদ্ধ সর্বার্থসিদ্ধি পালিয়ে তপোবনে গেলেও সেখানেই তাঁকে শেষ করেছেন। কিন্তু নন্দরাজগণের প্রধান অমাত্য রাক্ষস তাতেও না দমে পর্বতকপুত্র মলয়কেতুকে অবলম্বন করে চন্দ্রগুপ্তের তথা মগধরাজ্যের রাজধানী কুসুমপুর আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছেন। চাণক্য চান বীরত্ব, বিচক্ষণতা ও আনুগত্যের বিরল দৃষ্টান্ত রাক্ষসকে কৌশলে বশীভূত করে চন্দ্রগুপ্তের প্রধান অমাত্যের পদগ্রহণে সম্মত করে চন্দ্রগুপ্তকে নিষ্কণ্টক করতে। রাক্ষসসহ চন্দ্রগুপ্তের প্রতি বিরূপ সকলের খবর সংগ্রহে তিনি অনেক নিপুণ বিশ্বস্ত চর সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। চন্দ্রগুপ্তের পার্শ্বচররূপে তিনি কেবল তাদেরই রেখেছেন যাদের আনুগত্য, উদ্যোগ ও দক্ষতা প্রশ্নাতীত।

কুসুমপুরের শ্রেষ্ঠ মণিকার চন্দনদাসের বাড়িতেই পরিবার-পরিজন রেখে রাক্ষস নগর ছেড়ে চলে গেছেন এই সংবাদ জানিয়ে সংবাদের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ নিপুণক নামক এক গুপ্তচর রাক্ষসের নাম খোদাই করা একটি আংটি চাণক্যকে দিল। চাণক্য যেন হাতে চাঁদ পেলেন। কেননা, এই আংটি তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির চাবিকাঠির কাজ করবে। সিদ্ধার্থক নামক চরের মাধ্যমে তিনি রাক্ষসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সরলমতি শকটদাসকে দিয়ে সুকৌশলে একটি পত্রে শিরোনামহীন ও স্বাক্ষরহীন নিজের মনোমত কিছু অস্পষ্টার্থক কথা লিখিয়ে নিয়ে তাতে রাক্ষসের সেই নাম-মুদ্রার ছাপ দিয়ে দিলেন। এদিকে পর্বতকের মাসিক শ্রাদ্ধে তাঁর ব্যবহার করা কিছু অলঙ্কার চন্দ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণদের দান করবার অনুমতি চাইলে চাণক্য নিজের পছন্দের তিনজন ব্রাহ্মণকে সেই দান গ্রহণের জন্য পাঠালেন। ব্রাহ্মণদের তিনি সেই অলঙ্কার নিয়েই সোজা তাঁর কাছে ফিরে আসতে নির্দেশ দিলেন।

তারপর চাণক্য পর্বতকের প্রাণনাশের অভিযোগে সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিকে নগর থেকে বহিষ্কার করার এবং চাণক্যের প্রাণনাশের চেষ্টার অভিযোগে শকটদাসকে শূলে চড়াবার আদেশ দিলেন। তারপর চাণক্য তাঁর এক প্রধান গুপ্তচর সিদ্ধার্থকের হাতে পূর্বোক্ত পত্র ও আংটি দিয়ে তাকে নির্দেশ দিলেন যে, বধ্যভূমি থেকে কায়স্থ শকটদাসকে উদ্ধার করে পালিয়ে গিয়ে রাক্ষসের কাছে তাঁকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। রাক্ষস প্রতিদানে তাকে যা দেবেন তা গ্রহণ করে কিছুদিন রাক্ষসের সেবা করতে হবে। তারপর চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে রাক্ষসের অভিযানের সময় আর কী কী করতে হবে তা চাণক্য সিদ্ধার্থকের কানে কানে বলে দিলেন।

অতঃপর ডাকা হোল চন্দনদাসকে। রাক্ষসের পরিবারকে আশ্রয় দেবার কারণে চাণক্য তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে স্ত্রীপুত্রসহ তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন এবং

জানালেন যে, স্বয়ং চন্দ্রগুপ্ত তাকে বধের আদেশ দেবেন। চন্দনদাস জানাল, বন্ধুর জন্য সব খারাপ অবস্থার জন্যই তৈরী। তার এই দুর্লভ বন্ধুপ্রীতি জেনে চাণক্য আশ্বস্ত হলেন যে এই প্রীতির বন্ধনই রাক্ষসকে তাঁর কাছে টেনে আনবে। এরপর জানা গেল যে, চন্দ্রগুপ্তের কয়েকজন প্রধান কর্মচারী তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

নন্দবংশের ধ্বংসে একান্ত বিষণ্ণ অমাত্য রাক্ষস প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হয়ে চাণক্যের কূটকৌশলে নিহত পর্বতকের পুত্র মলয়কেতুর সঙ্গে যোগ দিলেন। মলয়কেতুও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। শোকাচ্ছন্ন রাক্ষসের শরীর নিরলঙ্কার দেখে মলয়কেতু নিজের শরীর থেকে খুলে কয়েকটি অলঙ্কার রাক্ষসকে দিলেন। রাক্ষস প্রথমে রাজি না হলেও পরে মলয়কেতুর কঞ্চুকী জাজলির অনুরোধে সেগুলি অঙ্গে ধারণ করলেন।

বিরাধগুপ্ত নামে রাক্ষসের এক অনুচর সাপুড়ের ছদ্মবেশে তৎকালীন কুসুমপুরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জেনে এসে রাক্ষসকে জানাল। তার কাছে রাক্ষস জানলেন যে, চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার জন্য রাক্ষস-প্রেরিত বিষকন্যার দ্বারা চাণক্য অর্ধরাজ্যের দাবিদার পর্বতককে হত্যা করেছেন ; মিথ্যা অভিযোগে শকটদাসকে শূলে চড়ানো হচ্ছে ; নগরে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশের সময় তাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে রাক্ষসের অনুগত দারুবর্মাকে দিয়ে তৈরী তোরণের দ্বারা পর্বতকভ্রাতা বৈরোচক নিহত হয়েছে। রাক্ষসপ্রযুক্ত বৈদ্য অভয়গুপ্ত বিষপ্রয়োগে চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু চাণক্য তা ধরতে পেরে সেই বিষ খাইয়েই সেই বৈদ্যকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। শয়নকক্ষে চন্দ্রগুপ্তকে গুপ্তহত্যার জন্য কক্ষটির ভূগর্ভস্থ সুরঙ্গে যেসব সৈন্য ও তাদের রসদ রাখা হয়েছিল, চাণক্যের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তা ধরা পড়ায় সেই সৈন্যরাও নিহত হয়েছে। তারপর চন্দ্রগুপ্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হয়েছে এবং নাশকতার অভিযোগে রাক্ষস-সমর্থক নাগরিকগণের উপর অকথ্য অত্যাচার চালান হচ্ছে। তবে মলয়কেতুর পলায়নের সুযোগ দেবার জন্য চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের উপর রুষ্ট হয়েছেন এবং দুজনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের এবং কর্তৃত্বের সংঘাত শুরু হয়েছে।

এদিকে চাণক্যের চর সিদ্ধার্থক ঘাতকদের হাত থেকে শকটদাসকে উদ্ধার করে রাক্ষসের কাছে নিয়ে আসায় রাক্ষসের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছে। তাই রাক্ষস খুশী হয়ে নিজের দেহের অলঙ্কার খুলে তাকে দান করেছেন এবং তাকে নিজের কাছে রেখেছেন।

চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তের সংঘাতের সংবাদে উল্লসিত রাক্ষস বিরাধগুপ্তকে বললেন যে, বৈতালিকের ছদ্মবেশে চন্দ্রগুপ্ত-শিবিরে তাঁর নিযুক্ত গুপ্তচর স্তনকলস যেন কৌশলে উভয়ের বিরোধ-বৃদ্ধির চেষ্টা করে যায়।

তারপর রাক্ষসের কাছে এল এক অলঙ্কার-বিক্রেতা। সুন্দর অলঙ্কারগুলি দেখে মুগ্ধ হয়ে শকটদাসের মাধ্যমে রাক্ষস সেগুলি কিনলেন। তারপর চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তের সম্পর্কের ফাটল বাড়াতে রাক্ষস করভক নামে এক গুপ্তচরকে কুসুমপুরে পাঠালেন।